সহযোগী সংগঠন সম্পর্কিত বিধিমালা-২০১৮

পরিচিতিঃ-

বাংলাদেশের তরুন সমাজ এদেশের উল্লেখযোগ্য অংশ এবং তারাই এদেশের ভবিষ্যৎ নির্মাতা।তাদের রুচী,মেধা ও মূল্যবোধের উপরই নির্ভর করছে দেশের ভবিষ্যৎ কতোটা উজ্জ্বল হবে। নিজেকে উন্নতর মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারা তাই প্রত্যেক তরুনের এক মহান কর্তব্য।তাহলেই তারা মেধা,শ্রম,শিক্ষা ও রুচী দিয়ে দেশ মানুষ ও বিশ্বমানবতার কল্যানে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারবে।আলোর প্রদীপ তরুনদের মধ্যে এই মানবিক মূল্যবোধের সঞ্চার করতে চায়।এটি মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত মানুষের সম্মিলিত হওয়ার,নিজেদের গড়ে তোলার এবং মানবতার কল্যানে কাজ করার একটি মঞ্চ।

১। শিরোনামঃ- এই বিধিমালা "সহযোগী সংগঠন সম্পর্কিত বিধিমালা-২০১৮" নামে পরিচিত হবে।
২।সংগাঃ বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকলে এই বিধিমালায়ঃ-

অনুচ্ছেদ-১

(ক) কার্যালয়ঃ- সহযোগী সংগঠন এর কার্যালয় আলোর প্রদীপ সংগঠনের নির্ধারিত কার্যালয়ে নির্ধারিত থাকবে।
(খ) প্রতীকঃ- সহযোগী সংগঠনের স্ব স্ব প্রতীক নির্ধারিত থাকবে এবং উক্ত প্রতীক সংগঠনের নিজস্ব স্বত্বাকে প্রতিফলিত করবে।
(গ) পতাকাঃ- সহযোগী সংগঠনের প্রয়োজনে নিজস্ব অনুমোদিত প্রতীক সম্বলিত পতাকা ব্যবহার করতে পারবে।
(ঘ) সাংগঠনিক বছরঃ- খ্রিষ্টীয় বর্ষপঞ্জির ১লা জানুয়ারি হতে ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কে সংগঠনের সাংগঠনিক বছর বলে বিবেচনা করা হবে।
(ঙ) মূলনীতিঃ-

১। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আস্থা।
২। নৈতিক মানবিক মূল্যবোধ।
৩। মানবিক স্বেচ্ছাশ্রম।
৪। অসাম্প্রদায়িক সংকল্পবোধ।
৫। আলোর প্রদীপ সংগঠনের প্রতি আনুগত্য।

অনুচ্ছেদ-২

(ক) বৈশিষ্ট্যঃ-স্বেচ্ছাসেবী মনোভাবাপন্ন তরুন সমাজ নিয়ে গঠিত অসাম্প্রদায়িক,প্রগতিশীল,গনতান্ত্রিক এবং স্বেচ্ছাসেবী সামাজিক সহযোগী সংগঠন।

১। বাংলাদেশের জেলা,উপজেলা,স্কুল,কলেজ,বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা কোন এলাকা বা অঞ্চলের ভিত্তিতে সহযোগী সংগঠনের শাখা গঠন করা যাবে।
২। সহযোগী সংগঠনের যেকোন বিষয়ে আলোর প্রদীপের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

(খ) লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্যঃ-

১। স্বেচ্ছাসেবী মনোভাবাপন্ন কল্যাণকামী ও শ্রেয়বোধসম্পূর্ণ বিবেকবান তরুন সমাজের সম্মেলক মঞ্চ গঠন করা।
২। নিজেদের উচ্চ মূল্যবোধসম্পন্ন করে গড়ে তুলে সবার মেধা,শ্রম ও শিক্ষা মানুষের কল্যানে ব্যয় করা।
৩। বিবিধ চর্চা ও স্বেচ্ছাসেবার মধ্যে দিয়ে দেশ এবং মানুষের সার্বিক কল্যানে কাজ করা।
৪। সৃজনশীল সংস্কৃতির যথাযথ চর্চার মধ্যে দিয়ে সদস্যদের মন রুচি ও ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠ বিকাশ নিশ্চিত করা।
৫। ধর্ম,বর্ণ,সম্প্রদায় ও জাতিস্বত্বা নির্বিশেষে সবার মধ্যে নিবিড় ভ্রাতৃত্ববোধ উন্মেষ ঘটানো।
৬। সমভাবাপন্ন বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে সু-সম্পর্ক গড়ে তোলা।
৭। আলোর প্রদীপ কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচী বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা।

(গ) দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ-

১। স্বাধীনতা দিবস,বিজয় দিবস,আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও বাংলা নববর্ষ আবশ্যিকভাবে পালন করা।
২। আলোর প্রদীপ সংগঠনের সাথে সংগতিপূর্ণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন করা।
৩। বৃক্ষরোপণ,নিরক্ষরতা দূরীকরণ,দূর্গত মানুষকে সহায়তা দান ইত্যাদি সামাজিক ও সেবামূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করা।
৪। নিয়মিত দেয়াল পত্রিকা,ছোট কাগজ,স্বারক গ্রন্থ ও অন্যান্য প্রকাশনার উদ্যাগ নেয়া।
৫। আবৃত্তি,বিতর্ক,ছবি আঁকা,বই পড়া কর্মসূচী,প্রযুক্তি শিক্ষা ইত্যাদি শিক্ষামূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করা।

(ঘ) সদস্যপদঃ-

১। আলোর প্রদীপ সংগঠনের আদর্শে বিশ্বাসী যেঁ কোন অঞ্চলের ১৩ বছরের বা তদূর্ধ বয়সী ব্যক্তি সংগঠনের সদস্য হতে পারবে।

২। সদস্যপদপ্রার্থীকে ২০/- টাকা সদস্য ফি এবং যেঁ মাসের মাসিক চাঁদা ০৫/- টাকা ও উন্নয়ন ফি ১০/- টাকা সহ সহযোগী সংগঠনের সভাপতির অনুকূলে জীবনবৃত্তান্ত সহ নির্ধারিত আবেদনপত্রে আবেদন করতে হবে।

৩। পদত্যগে ইচ্ছুক সদস্যকে পদত্যাগের কারন জানিয়ে সভাপতির বরাবর সাধারন সম্পাদকের মাধ্যমে পদত্যগপত্র দাখিল করতে হবে।

৪। সহযোগী সংগঠনের নির্ধারিত অনলাইন ফরমের মাধ্যমেও সদস্য হওয়া যাবে।এভাবে যারা সদস্য হবেন তারা প্রাথমিক সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন।

৫। প্রতিটি সহযোগী সংগঠনে কমপক্ষে ২০ জন সদস্য থাকতে হবে।

৬। প্রতিটি সহযোগী সংগঠন তাদের তালিকা খাতায় বা অন্য কোন মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করে বিস্তারিত তথ্য সংরক্ষন করবে।

অনুচ্ছেদ-৩

এলাকা বা অঞ্চল ভিত্তিক সংগঠন

(ক) কার্যনির্বাহি কমিটির রূপরেখাঃ

১। জেলা,উপজেলা,স্কুল,কলেজ,বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী সংগঠনের এলাকা বা আঞ্চলিক সংগঠন বলা হবে।

২। নতুন সংগঠন শাখা গঠনের ক্ষেত্রে প্রাথমিক অবস্থায় একজন আহ্বায়ক এবং দুজন কে যুগ্ন-আহবায়ক করে একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হবে।আহ্বায়ক কমিটির মেয়াদ হবে ছয় মাস।এ কমিটির সদস্য সংখ্যা হবে ৫জন। আহ্বায়ক কমিটি গঠনের ছয় মাসের মধ্যে সদস্যদের উদ্দীপনা ও কর্মততপরাতার উপর ভিত্তি করে পূর্নাঙ্গ কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হবে।

৩। কার্যপরিষদের অনুমোদন স্বাপেক্ষে দেশের বাইরে সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে।

৪। কার্যনির্বাহী কমিটি এক বছরের জন্য কার্যকর থাকবে।

৫। কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য সংখ্যা হবে ৯জন তবে অঞ্চলিভত্তিক শাখা পরিচালনায় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য সংখ্যা ৬জনের অধিক হবে না।

৬। কার্যনির্বাহী কমিটির পদ বিন্যাসঃ-

সভাপতি ১জন,সহ-সভাপতি ১জন,সাধারন সম্পাদক ১জন,যুগ্ন-সম্পাদক ১জন,সাংগঠনিক সম্পাদক ১জন,কোষাধ্যক্ষ ১জন,প্রচার সম্পাদক ১জন,সাহিত্য সম্পাদক ১জন,সাংস্কৃতিক সম্পাদক ১জন।

৭। কমিটির কোন সদস্য একই পদে দুবারের বেশি দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না।

৮। শাখা কমিটির সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক,সাংগঠনিক সম্পাদক কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হবেন।

৯। কার্যনির্বাহী কমিটিকে প্রতি মাসে অন্তত একটি বৈঠক করতে হবে।বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করতে হবে।

১০। সংগত কারন ছাড়া কেউ ৪ মাস অনুপস্থিত থাকলে তিনি কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য থাকতে পারবেন না।

১১। কমিটির মেয়াদ শেষে সহযোগী সংগঠনের ভোটারদের সাধারন নির্বাচনে প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যেম নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হবে।

১২। আলোর প্রদীপ সংগঠনের অঞ্চলিভত্তিক সদস্যগন উক্ত অঞ্চল ভিত্তিক সহযোগী সংগঠনের শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করবেন।

১৩। আলোর প্রদীপ সংগঠনের নির্ধারিত উপদেষ্টার বাইরে আরো অন্তত দুইজন অ-রাজনৈতিক ব্যক্তিকে উপদেষ্টা হিসেবে রাখা যাবে।

(খ) বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠনঃ-

১। বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় সহযোগী সংগঠন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন করবে।

২। বিদযালয়ের ১জন শিক্ষক আহ্বায়ক কমিটির বা কার্যনির্বাহী কমিটির উপদেষ্টা থাকবেন।

৩। সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে।

৪। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহযোগী সংগঠনগুলো বছরে অন্তত ৪টি কার্যকরি ও সাধারন সদস্যদের উপস্থিতিতে সাধারন সভার আয়োজন করবে।

৫। সব কমিটির তালিকা কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারন সম্পাদক বরাবর প্রেরন করতে হবে।প্রয়োজনে তিনি ক্রোড়পত্রে কমিটির পরিচিতি প্রকাশের ব্যবস্থা করবেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে চিঠি পাঠাবেন।

(গ) এলাকা বা অঞ্চল ভিত্তিক সংগঠনের কার্যাবলিঃ-

১। কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্ত ও নীতিমালা অনুযায়ী এলাকা বা অঞ্চলভিত্তিক শাখা সংগঠন তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

২। শাখা নির্বাহী কমিটি প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে যেকোন সদস্যর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবে।

৩। কার্যকরি কমিটি প্রতিমাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হবে।

(ঘ) কার্যকরি সভাঃ-

১। কার্যকরি কমিটির সভা প্রতি মাসে একবার বসবে।সভায় সদস্যরা বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের মতামত দিতে পারবে এবং সবাই মিলিতভাবে বা সংখ্যাগরিষ্ঠতার সম্মতিতে সিদ্ধান্ত নিবেন।

২। মাসিক সভায় সাংগঠনিক সম্পাদক প্রতিমাসের কার্যক্রমের মূল্যায়ন ও ত্রূটি বিচ্যুতি লিখিতভাবে তুলে ধরবেন।

৩। সভার তারিখ ও আলোচ্যসূচি অন্তত ৫ দিন আগে কমিটির সদস্যদের ফোন,চিঠি,ই-মেইল বা ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে জানাতে হবে।

৪। সভায় কমিটির এক তৃতীয়াংশ সদস্যর উপস্থিতি কোরাম হিসেবে গন্য হবে।

৫। সভার সকল সিদ্ধান্ত খাতায় লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং সভায় সদস্যদের উপস্থিতি খাতায় পূর্নাঙ্গ নাম স্বাক্ষর সহ অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

৬। প্রতি তিন মাস পর পর সাধারন সম্পাদক ত্রৈমাসিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন তুলে ধরবেন।

(ঙ) কার্যকরি সদস্যদের ভূমিকাঃ-

১। সভাপতি পদাধিকার বলে সংগঠনের সকল সভায় ও অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন।

২। সভাপতি আলোর প্রদীপ কার্যপরিষদের কাছে দায়ী থাকবেন।

৩। সভাপতি সংগঠনের বিধিমালার প্রতিটি ধারার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করবেন।

৪। সভাপতি সভা আহ্বানের জন্য সাধারন সম্পাদক কে নির্দেশনা দিবেন।

৫। আলোচ্য সূচী অনুযায়ী বা উত্থাপিত কোন বিষইয়ে সভাপতি সবার মতামত শুনবেন এবং শেষে তার বক্তব্যর মাধ্যমে বিষয়টির সারসংক্ষেপ করবেন।প্রয়োজনে ভোটের মাধ্যমে বিষয়টির সমাধান হতে পারে।

৬। সভাপতি সাধারনভাবে ভোটদানের অধিকারী হবেন না,তবে অচলাবস্থা নিরসনের নির্ধারনী ভোট দিতে পারবেন।

সহ-সভাপতিঃ

১। সহ-সভাপতি সব কাজে সভাপতিকে সহায়তা করবেন।

২। সভাপতির অনুপস্থিতিতে শ-সভাপতি সভাপতির দায়িত্ব ও ক্ষমতার অনুশীলন করবেন।

৩। সহ-সভাপতি বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রমে সহযোগীতা করবেন এবং সেসবের তদারক করবেন।

৪। সহ-সভাপতি তার উপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।

সাধারন সম্পাদকঃ

১।সভাপতির পরামর্শক্রমে সাধারন সম্পাদক সভা আহ্বান করবেন।সভা ও অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন।সাধারন সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে যুগ্ন-সাধারন সম্পাদক বা সাংগঠনিক সম্পাদক এ দায়িত্ব পালন করবেন।সাধারন সম্পাদক প্রয়োজনে অন্য কাউকেও পরিচালনার দায়িত্ব দিতে পারবেন।

২। সংগঠনের দৈনন্দিন কার্যকলাপের জন্য সাধারন সম্পাদক দায়ী থাকবেন।

৩। সাধারন সম্পাদক বিভিন্ন সদস্যর কাজের মধ্যে সংযোগ ও সমন্বয় সাধন করবেন।

৪। বিধিমালা অনুসারে তার উপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।

যুগ্ন-সাধারন সম্পাদকঃ

১। সাধারন সম্পাদকের সব কাজে সহায়তা দান করবেন।

২। সাধারন সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে সাধারন সম্পাদকের সকল দায়িত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী হবেন।

৩। যুগ্ন-সাধারন সম্পাদক বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রমে সহযোগিতা করবেন।

৪। এছাড়া তার উপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্বগুলোও পালন করবেন।

কোষাধ্যক্ষঃ

১। কোষাধ্যক্ষ সদস্যদের চাঁদা ও অনুদান সংগ্রহ করবেন।

২। সংগঠনের আয়-ব্যয় হিসাব রক্ষা ও প্রদান করবেন।

৩। তহবিল সংগ্রহের পরিকল্পনা করবেন এবং তা বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখবেন।

৪। বিভিন্ন বিভাগের আয়-ব্যয় সমন্বয় করবেন এবং সব খরচের রশিদ সংরক্ষন করবেন।

সাংগঠনিক সম্পাদকঃ

১। সাংগঠনিক সম্পাদক তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।

২। তার কাজের সুবিধার্থে সদস্যদের কাছ থেকে সাহায্য নেবেন।

৩। সাংগঠনিক সম্পাদক কার্যকরি কমিটির সভায় কার্যক্রমের প্রতিবেদন পেশ করবেন।

৪। সাংগঠনিক সম্পাদক তার কাজের জন্য কার্যকরি কমিটির কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন।

সদস্যঃ

১। কমিটি বহির্ভূত নতুন পুরাতন সকলেই সদস্য হিসেবে গন্য হবেন।

২। কার্যকরি কমিটির অর্পিত সকল দায়িত্ব বাস্তবায়নে সদস্যরা সচেষ্ট থাকবেন।

৩। প্রত্যেক সদস্য তার কাজের জন্য কার্যকরি কমিটির কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন।

অনুচ্ছেদ-৪

(ক) **তহবিল গঠনঃ** ব্যয় নির্বাহ করার জন্য নিম্নলিখিত উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করা যাবে-

১। সংগঠনের সাধারন ব্যয় সদস্য সংগ্রহ ফি এবং সদস্যদের বার্ষিক চাদার ভিত্তিতে নির্বাহ করা হবে।

২। বিশেষ ব্যয় নির্বাহ করার জন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে থেকে অনুদান সহায়তা বা বিজ্ঞাপন নেয়া যাবে।তবে তার বিনিময়ে রশিদ দিতে হবে।

৩। অনুদানের পরিমান ১০০০০/- টাকার বেশি হলে তা আলোর প্রদীপ কার্যপরিষদ কে জানাতে হবে।

৪। সংগঠনের কোন কর্মসূচিতে কোন প্রতিষ্ঠান সহায়তা করতে বা যুক্ত হতে চাইলে তা কার্যপরিষদ কে জানাতে হবে।

৫। যেকোন অনুদান চাঁদা ও অর্থ সাহায্য নির্ধারিত রশিদের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে হবে।

(খ) **আর্থিক হিসাবঃ**

১। সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ বা সাধারন সম্পাদক যেকোন দুজন ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করবেন।

২। কোষাধ্যক্ষ ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সমস্ত অর্থ লেনদেন করবেন।

৩। কোন অনুষ্ঠানে আর্থিক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি অনুষ্ঠান সমাপ্তির এক সপ্তাহের মধ্যে অনুষ্ঠানের খাতওয়ারি অর্থ বা হিসাব সম্পাদকের কাছে পেশ করবে।

৪। সমস্ত খরচের বিপরীতে রশিদ সংগ্রহ করতে হবে এবং তা সংরক্ষন করতে হবে।

৫। কার্যপরিষদ যেকোন সময় যেকোন শাখার অভ্যন্তরীন হিসাব নিরীক্ষা করতে পারবে।

(গ) **সদস্যদের অনুদানঃ**

১। প্রত্যক সদস্যর নিয়মিত চাঁদা দেয়া বাধ্যতামূলক।সর্বনিম্ন মাসিক চাদার পরিমান ১০/- টাকা সহযোগী সংগঠনের সদস্যদের ০৫/- টাকা নিয়মিত পরিশোধযোগ্য।শাখা সংগঠন প্রয়োজনে তাদের চাদার পরিমান বাড়াতে পারবে তবে কমাতে পারবে না। এবং সদস্যদের প্রাপ্ত চাঁদা ও অনুদানের ৩০%শতাংশ আলোর প্রদীপ তহবিলে জমা দিতে হবে।

(ঘ) **শৃংখলাঃ**

১। সংগঠন বা এর বিধিমালা বিরোধী কাজ শৃংখলা ভঙ্গ বলে গন্য হবে।

২। অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী প্রমানিত হলে কার্যকরি কমিটি তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারবে।

৩। শাখা কার্যকরি কমিটি কোন সদস্যকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নিলে কার্যপরিষদের অনুমোদনের পর তা চূড়ান্তভাবে গৃহীত হবে।

৪। সংগঠনের নাম,প্রতীক,পতাকা বা যেকোন সম্পদ ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা যাবে না।

(ঙ) **বিধিমালার ব্যাখ্যাঃ**

কার্যপরিষদ যেকোন ধারা বা উপধারার ব্যাখ্যা দিতে পারবে। বিধিমালার পূর্ণ বা আংশিকভাবে পরিবর্তন,পরিমার্জন,পরিবর্তনের ক্ষমতা কেবল কার্যপরিষদের হাতে ন্যাস্ত থাকবে।